উন্নত জাতের দেশী মুরগি উৎপাদনে বিজ্ঞান সম্মত কৌশল

ভূমিকা

দেশীয় মুরগির প্রজাতি গুলোকে দেশীয় মুরগির প্রজাতি দ্বারা উন্নয়ন করার চেষ্টা বা পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) শুরু করেছে ২০১০ সালে। মূল লক্ষ্য ছিল দেশীয় তিন ধরনের (কমনদেশী, হিলি, গলাছিলা) মুরগি সংগ্রহ করে ইহার কৌলিক মান উন্নয়ন এবং সিলেকটিভ ব্রীডিং এর মাধ্যমে বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষম মুরগির জাত তৈরি করা। বিএলআরআই-এ বিদ্যমান স্টককে ব্যবহার করে এবং দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে উন্নত জাতের দেশীয় মুরগি বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ফাউন্ডেশন স্টক তৈরি করা হয়। দীর্ঘ ৮ (আট) বছর যাবৎ নির্বাচিত প্রজনন এবং লালন পালনের মাধ্যমে দেশী মুরগির উপর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে এদের উৎপাদনে আশাতীত উৎকর্ষ আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে। দেশী মুরগির ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ডিমের ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রথম ডিম পাড়ার বয়স কমেছে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। কমনদেশী ও গলাছিলা মুরগি ডিম উৎপাদনের জন্য এবং হিলি মুরগি মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এরূপ উন্নত জাতের দেশী মুরগির বিজ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন কৌশল বা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ব্যবহার করে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে নারীগোষ্ঠী এবং বাণিজ্যিক উদ্যোক্তাগণ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তথা আর্থিকভাবে লাভবান হতে সক্ষম হবেন।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৮ (আট) বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশুদ্ধ দেশী জাতের মুরগির উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নত নির্বাচনশীল প্রজনন (Selective breeding) কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে এদের উৎপাদনশীলতা লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল সমূহ খামারিদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে, "দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ছয়টি উপজেলায় নির্বাচিত ৩০০ জন (প্রত্যেক উপজেলায় ৫০ জন মহিলা খামারি) সুফলভোগীদের মাঝে (নকলা, শেরপুর; জয়পুরহাট সদর; দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর; ডুমুরিয়া, খুলনা; কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এবং সোনাগাজী, ফেনী) মাঠ পর্যায়ের উৎপাদনশীলতা যাচাই করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রত্যেকটি পরিবারে ৬ টি করে মুরগি ও ২ টি করে মোরগ প্রদান করা হয়েছে। মোরগ-মুরগি গুলো ৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত লালন-পালন করা হয়। ক্রিপ ফিডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দৈনিক প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মোরগ-মুরগিকে ৬০ গ্রাম করে সম্পূরক খাদ্য প্রদান করা হয় এবং সময়মত টীকা প্রদান করা হয়। বাচ্চাগুলোকে ৪ (চার) সপ্তাহ পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপ প্রদান করা হয়।

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত দেশী জাতের মুরগি খামারি পর্যায়ে লালন-পালন করে গ্রামীণ নারী গোষ্ঠী আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়ার মাধ্যমে যেমন দারিদ্র্য বিমোচন ঘটাতে পারে তেমনি সামাজিক ভাবে সাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। স্থানীয় দেশীয় জাতের তুলনায় এ মুরগির ডিম উৎপাদন প্রায় ৩ গুণেরও বেশি তেমনি দৈহিকভাবে দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় ৮ সপ্তাহেই বাজারজাত করা যায়। গ্রামীণ কৃষক পর্যায়ে আংশিক সম্পূরক খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে ৬ টি মুরগি ও ২ টি মোরগ লালন-পালন করলে আয় ব্যয়ের অনুপাত ১.৮:১ হয় অর্থ্যাৎ এক (১) টাকা ব্যয় করে ১.৮০ টাকা লাভ করতে পারে। তাছাড়াও, অল্প কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করে ৫০০ বা ১০০০ টাকা বিনিয়োগ করে মাংস উৎপাদনের জন্য দেশী মুরগি পালন করে মাত্র ৮ সপ্তাহে ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত জাতের দেশী মুরগি পালনে বিজ্ঞান সম্মত কৌশল শীর্ষক প্রযুক্তিটি বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তের কৃষক পরিবার এমনকি শহরের আশ-পাশের বাসিন্দাগণও স্বাচ্ছন্দে ব্যবহার করে স্বল্প বিনিয়োগে ও অল্প সময়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। প্রযুক্তির উপকরণসমূহ খুবই সহজলভ্য, স্বল্প মূল্যের এবং সহজেই ব্যবহার উপযোগী হওয়ায় দেশের নারীগোষ্ঠীর ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি প্রযুক্তি। সারা দেশের জনগণ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা অর্থ্যাৎ পারিবারিক পুষ্টির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

সারণী-১: বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত তিন ধরনের দেশী মুরগির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

বৈশিষ্ট্য		কমনদেশী	হিলি	গলাছিলা
পালকের রং	:	লালচে বাদামী বা লালচে কালো	সাদার মধ্যে কালো ছিটাযুক্ত রঙের হয়। তবে ধূসর এবং লালচে মুরগিও দেখা যায়	কালো এবং লালচে কালো
চামড়ার রং	:	সাদা	সাদা	সাদা, লাল
ঝুঁটির রং	:	লাল	লাল	লাল
ঝুঁটির প্যাটার্ন	:	একক	একক	একক
কানের লতি	:	সাদা, লাল	সাদা, লাল	সাদা,লাল
ডিমের খোসার রং	:	হালকা সাদা থেকে গাঢ় বাদামী	হালকা বাদামী	হালকা বাদামী
পায়ের নলার রং	:	হলুদ,সাদা, কালো	সাদাটে, হলুদ, কালো	হলুদ, সাদা, কালো
পায়ের নলার দৈর্ঘ্য	:	১০.৮ সে:মি	১১.৮ সে:মি	১০.৮ সে:মি



কমনদেশী মোরগ



হিলি মোরগ



গলাছিলা মুরগি

সারণী-২: বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত ৩ জাতের দেশী (কমনদেশী, হিলি, গলাছিলা) মোরগ-মুরগির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন দক্ষতাঃ

বৈশিষ্ট্য		কমনদেশী	হিলি	গলাছিলা
প্রথম ডিম পাড়ার সময় দৈহিক ওজন (গ্রাম)	:	১৩০০-১৪০০	১৫০০-১৬০০	১৩০০-১৪০০
প্রথম ডিম পাড়ার বয়স (সপ্তাহ)	:	১৮-২০	১৯-২১	১৯-২১
বার্ষিক ডিম উৎপাদন (সংখ্যা)	:	১৭০-১৮০	১৫০-১৬০	১৭০-১৮০
প্রতি ডিমের গড় ওজন (গ্রাম) (৪০ সপ্তাহ)	:	৪৫-৪৭	৪৫-৪৭	৪৩-৪৫
উর্বর ডিম (%)	:	৯৪	৮৮	৮৮
বাচ্চা পরিস্ফুটনের হার (%) (মোট ডিমের ভিত্তিতে)	:	৮৪	৮০	৭০
খাদ্য প্রদান (গ্রাম/দিন/মুরগি)	:	৮০	৯০	৮০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মোরগ বাচ্চা (গ্রাম)	:	৬০০-৭০০	৮০০-৯০০	৬০০-৭০০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মুরগি বাচ্চা (গ্রাম)	:	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০	৫০০-৬০০
দৈহিক ওজন মোরগ (৪০ সপ্তাহ) (গ্রাম)	:	২০০০-২৫০০	২৫০০-৩০০০	২০০০-২৫০০
দৈহিক ওজন মুরগি (৪০ সপ্তাহ) (গ্রাম)	:	১৪০০-১৫০০	১৭০০-১৮০০	১৪০০-১৫০০

সারণী-৩: বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত তিন জাতের দেশী (কমনদেশী, হিলি ও গলাছিলা) মোরগ-মুরগির মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত ফলাফলঃ

বৈশিষ্ট্য		কমনদেশী	হিলি	গলাছিলা
প্রথম ডিম পাড়ার দৈহিক ওজন (গ্রাম)	:	১৩০০-১৪০০	১৪০০-১৬০০	১৩০০-১৪০০
প্রথম ডিম পাড়ার বয়স (সপ্তাহ)	:	১৯-২০	১৯-২০	১৯-২০
বার্ষিক ডিম উৎপাদন (সংখ্যা)	:	১৪৯	১৫২	১৫১
প্রতি ডিমের গড় ওজন (গ্রাম) (৪০ সপ্তাহ)	:	৪৫	৪৭	৪৬
উর্বর ডিম (%)	:	৮৩	৮৭	৮৬
বাচ্চা পরিস্ফুটনের হার (%) (মোট ডিমের ভিত্তিতে)	:	৭০	৭২	৭৩
সম্পূরক খাদ্য প্রদান (গ্রাম/দিন/মুরগি)	:	৬০	৬০	৬০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মোরগ বাচ্চা (গ্রাম)	:	৬০০-৭০০	৭০০-৮০০	৬০০-৭০০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মুরগি বাচ্চা (গ্রাম)	:	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০	৫০০-৬০০
মৃত্যু হার (০-৮ সপ্তাহ) (%)	:	১.০	১.৩	০.৮৫
মৃত্যু হার (৫১-৭২ সপ্তাহ) (%)	:	১.০	১.২	৩.০০

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. শাকিলা ফারুক, ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া, ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, ড. হালিমা খাতুন, মোঃ ওবায়েদ-আল রহমান, ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার, ড. মোঃ রাকিবুল হাসান এবং মোঃ আতাউল গনি রাব্বানী